

For Honours students only (2nd sem)

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 04

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE HONOURS

CLASS - B.A. HONOURS 2ND SEMESTER [CBCS]

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – NATURAL RIGHTS

PAPER - CC—3/CT3. - POLITICAL THEORY CONCEPTS AND DEBATES

UNIT-4. -. The Universality of Rights

a. Natural Rights

Source

- 1) POLITICAL THEORY - A. HEYWOOD
- 2) NATURAL AND LEGAL RIGHTS - <https://bn.m.wikipedia.org/wiki>

Natural Rights. বা প্রাকৃতিক অধিকার

প্রাকৃতিক অধিকার হল এক ধরনের অধিকার। প্রাকৃতিক অধিকার কোনো ধরনের কোনো বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি বা সরকারী আইন বা প্রথার ওপর নির্ভর করে না। এবং এই অধিকার সার্বজনীন এবং অবিচ্ছেদ্য। প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে প্রাকৃতিক আইন ও সম্পর্কিত। প্রাকৃতিক আইন সর্বপ্রথম **প্রাচীন গ্রিক দর্শনে** আবির্ভূত হয়। এবং রোমান দার্শনিক **সিসারো** এর প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে এটি বাইবেলেও উল্লেখিত হয়। এবং মধ্যযুগের ক্যাথলিক দার্শনিক, তথা আলবার্ট দা গ্রেট ও তার ছাত্র **টমাস আকুইনাসের** দ্বারা বিকশিত হয়।

পরে আলোকিত যুগে প্রাকৃতিক আইন রাজাদের বিভিন্ন ঐশ্বরিক কাজে ব্যবহৃত হতো এবং সরকার, সামাজিক যোগাযোগ এমনকি গনতন্ত্রনীতির আইনি অধিকারেও এই প্রাকৃতিক আইনকে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বলা যায়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রাকৃতিক আইনকে ব্যবহার করা হতো।

মানবাধিকারের ধারণা অনেকটা প্রাকৃতিক আইনের সাথে সম্পর্কিতঃ কিছু ব্যক্তি এই দুইটি ধারণাকে একই ভাবে এবং পরস্পরকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেন। আর অন্যদিকে কিছু ব্যক্তি এই দুই ধারণাকে একে অন্যের চেয়ে প্রাকৃতিক আইনের কিছু ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা ভাবে।^[৩] প্রাকৃতিক আইন আলাদাভাবে কোনো সরকারের বা আন্তর্জাতিক সংস্থার অপসারণ করার কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার আন্তর্জাতিক আইনে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাবের একটি বড় উদাহরণ। প্রাকৃতিক আইনকে রীতিমতো নেতিবাচক আইন ধরা হয়,^[৪] যেখানে মনুষ্য আইনকে ইতিবাচক হিসেবে ধরা হয়।^[৫] তাই বলা যায়, এই দুইটি ধারণা এক নয়।

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে প্রাণীদের প্রাকৃতিক আইনের অধিকার রয়েছে এমন বিবৃতি অনেক আইনি বিশেষজ্ঞ ও আইনি জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।^[৬]

উল্লিখিত এগুলো আইনের খুব বড় প্রাচীন ইতিহাস আছে। মধ্যযুগের ক্যাথলিক আইন ও আলোকিত যুগের বিভিন্ন আইনের পরিয়োজন এর ইতিহাসই নির্দেশ করে বটে।

প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব বিভিন্ন যুক্তি ও ধর্মীয় নীতির সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। যেমনঃ একটি ধর্মের নীতি বা দার্শনিক যৌক্তিকতা হচ্ছে *a priori*। উদাহরণস্বরূপ, ইমানুয়েল কান্ট একমাত্র প্রাকৃতিক কারণে প্রাকৃতিক অধিকার অর্জনের দাবি করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, "স্ব-স্পষ্ট" সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়া, "all men are ... endowed by their Creator with certain unalienable Rights".

অনুরূপভাবে, বিভিন্ন দার্শনিক ও কুটনীতিক বিভিন্ন তালিকা দিয়েছেন যে তারা প্রাকৃতিক আইনের কি (কোন অংশ) বিশ্বাস করেন; তার মধ্যে জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার সবার তালিকার সবচেয়ে ওপরে স্থান পেয়েছে। এইচ. এল. এ. হার্ট বলেন যদি কোনো অধিকার থাকে তা হল স্বাধীনতা আর বাকী অধিকার গুলো এই অধিকারের সাপেক্ষে বর্তায়। টি. এইচ. গ্রিন বলেছেন, "যদি কোনো অধিকার থেকে থাকে তবে তা হল জীবন ও স্বাধীনতা, যা প্রয়োজন একটি স্বাধীন জীবনযাপন করতে"। জন লক "জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি" কে প্রধান বলেছেন। যাহোক, লকের বিপ্লবের অধিকারের প্রভাবশালী প্রতিরক্ষা থাকা সত্ত্বেও থমাস জেফারসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার ঘোষণায় "সুখ থাকা"কে সম্পত্তির জায়গায় বলেছেন।

প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা থেকে মানুষের প্রাকৃতিকভাবে সাম্যের ধারণাও আসে। ইতিহাসবিদ এ. জে. কার্লাইল বলেন "রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই, তাই এরিস্টটলের তত্ত্ব থেকে সিসেরো এবং সেনেকার দ্বারা উপস্থাপিত পরবর্তী দার্শনিক অবস্থার পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা মনে করি যে এটি একটি মানুষের প্রাকৃতিক সাম্যের তত্ত্বের তুলনায় ভাল উদাহরণ হতে পারে না"। চার্লস এইচ. ম্যাকলুইন লক্ষ্য করেছিলেন "স্টোক্সের গভীরতম অবদান হচ্ছে মানুষের সাম্যের ধারণাটির রাজনৈতিক চিন্তা" এবং "যে অংশ থেকে এটি পরিণত হয় তার সর্বাধিক প্রভাব হল আইনের পরিবর্তিত ধারণা"। সিসেরো বলেন, " আমরা

ন্যায়বিচারের জন্য জন্মেছি, এবং সেই অধিকারটি মতামতের উপর ভিত্তিতে নয়, প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে"

প্রাকৃতিক অধিকারের সমসাময়িক ধারণা বিকাশের প্রথম দিকে পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রেঞ্চ ধর্মবিজ্ঞানী জিন গারসন, যার ১৪০২ টি গ্রন্থ *De Vita Spirituali Animae* কে আধুনিক প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব বলে বা আধুনিকীকরণের প্রথম প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়। শতাব্দী পরে, স্টয়িক তত্ত্ব "অভ্যন্তরীণ অংশ দাসত্বের কাছে অনুমিত হয় না" নতুনভাবে বিবেকের স্বাধীনতা ধারণার পুনর্বিকাশ ঘটায়। মার্টিন লুথার লিখেছিলেনঃ

অধিকন্তু, প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাসের জন্য দায়ী, এবং সে অবশ্যই নিজের জন্য এটি বিশ্বাস করে যে সে সঠিকভাবে নিজেকে বিশ্বাস করে। অন্য যে কেউ আমার জন্য নরকে বা স্বর্গে যেতে পারে, সে আমার পক্ষে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে পারে না; এবং যত তাড়াতাড়ি আমার জন্য স্বর্গ বা নরক খুলতে বা বন্ধ করতে পারেন, তিনি আমাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দিকেও চালিত করতে পারেন। যেহেতু, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রত্যেকের বিবেকের ব্যাপার, এবং যেহেতু এটি ধর্মের শক্তিকে কমিয়ে দেয় না, তাহলে এটিকে এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত এবং বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করা উচিত। পুরুষেরা এক জিনিস বা অন্যকে বিশ্বাস করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, এবং কোন এক বল দ্বারা সীমাবদ্ধ।

১৭ শতকের ইংরেজি দার্শনিক জন লক তার জীবনে প্রাকৃতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যা তিনি তার "জীবন, স্বাধীনতা, এবং সম্পদ" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই মৌলিক অধিকারগুলি সামাজিক চুক্তিতে অবশ্যই থাকতে হবে। আমেরিকান ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহের ন্যায্যতা হিসাবে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি করা হয়েছিল। ভার্জিনিয়ায় ঘোষণার অধিকার হিসাবে জর্জ মেসন তার খসড়াতে বলেছেন, "সকলে একইভাবে মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে" এবং "কিছু স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অধিকার কোন চুক্তির দ্বারাও তারা পায় না, যার ফলে তাদের বংশধরদেরও বঞ্চিত হতে হয়।" ১৭ তম শতাব্দীর একজন ইংরেজ জন লিলবার্ন (মুক্তজন্মা জন নামে পরিচিত), যিনি রাজা চার্লস এর প্রথম রাজতন্ত্রে এবং অলিভার ক্রমওয়েল এর সামরিক একনায়কতন্ত্রের সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়েছিলেন। কারণ তারা প্রজাতন্ত্র শাসক ছিলেন। তিনি অধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, সরকার বা মানব আইন দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের বিরোধিতা করে প্রত্যেক মানুষের জন্ম হয়।

এই ধারণাগুলি আমেরিকান স্বাধীনতার বিষয়েও বিতর্কের সাথে জড়িত। জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখার সময় ইংল্যান্ডের রিচার্ড প্রাইস আমেরিকানদের দাবির সাথে একমত ছিলেন যে "যুক্তরাজ্য আমেরিকার কাছ থেকে তাদের সেই স্বাধীনতা লুট করার চেষ্টা করছে। যা সমাজের সকল সদস্য এবং সমস্ত নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা।" মূল্য আবারও অযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে যুক্তি তৈরি করে, "স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্বনির্ভরতার নীতি আমাদের প্রতিনিধি গঠন করে বা যা আমাদের কর্মের উপর একটি নিয়ন্ত্রণ নেয়। সঠিকভাবে আমাদেরকে বাছাই করে এবং অপারেশনের প্রভাবগুলি কোন বিদেশী কারণ হতে দেয় না।" কোনও সামাজিক চুক্তি বা শর্ত এই অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করে অকার্যকর হবেঃ

কোনও রাষ্ট্র কোন চুক্তি অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে না। এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে চুক্তি আরোপ করা যায় না। এই ক্ষেত্রে, ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে একই পদে নাগরিক

স্বাধীনতা অবস্থান করে। যেহেতু কোন ব্যক্তি ধর্মীয়ভাবে নিজেদের বিচার করার অধিকার ছাড়াই তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার খর্ব করতে পারে না। অথবা কোন মানুষকে বা কোন বিশ্বাসকে তারা গ্রহণ করবে বা কোন উপাসনা করবে তা তারা নির্ধারণ করবে, তাই কোন নাগরিক সমাজ আইনত তাদের ক্ষমতা বিধান করার জন্য এবং তাদের সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য কোনো বহিরাগত নাগরিক স্বাধীনতা আত্মসমর্পণ করা মাধ্যমে অধিকার দেয়।

এদিকে, আমেরিকায়, থমাস জেফারসন হুটশনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার অধিকারের ধারণাকে ভাগ করেছিলেন। যিনি এই পার্থক্যকে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং 1776 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি এইটিকে এভাবে দমন করেছে:

আমরা এই সত্যকে স্ব-স্পষ্ট বলি, যে সকল মানুষ সমানভাবে তৈরি হয়, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার দ্বারা কিছু অধিকার পায় ...

১৯ শতাব্দীতে দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে সাংবিধানিক নীতিকে তুলে ধরা হয় যার দ্বারা আমেরিকার সংবিধান পরিচিতি পায় ও দাসত্ব সুরক্ষিত করা হয়। একজন উকিল হিসেবে চিফ জাস্টিস স্যমন পি চেজ সুপ্রিম কোর্টে জন ভ্যান য়াশেট (যে দাসত্ব আইন ভেঙেছিলেন) এর মামলায় বলেন যে:

সৃষ্টিকর্তার আইন সকল মানুষকে অবিচ্ছেদ্য স্বাধীনতা দেয় যা কোনো অভ্যন্তরীণ আইন (যেখানে মানুষকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়) এর দ্বারা বাতিল করা যাবে না।

জেরমি বেঙ্হাম ও এডমুন্ড ব্রুক অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে তলাবিহীন বলে সমালোচনা করেছেন। ব্রিটেনে ১৯ শতাব্দীতে বেঙ্হাম ও ব্রুক দাবি করেন যে, যে অধিকার সরকারের কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত, সংস্কৃতি হতে প্রাপ্ত, এবং এমন সবকিছু হল অবিচ্ছেদ্য। ১৯ শতকে ধারণার পরিবর্তন হওয়াতে বেঙ্হাম প্রাকৃতিক আইনকে "nonsense on stilts" হিসেবে উল্লেখ করে এই ধারণাটি বাদ দেন। বিখ্যাত আমেরিকান বুদ্ধিজীবী জেমস উইলসন ব্রুক ও বেঙ্হামের এই ব্রিটিশ এই চিন্তাধারাকে "অত্যাচার" বলে অভিহিত করেন।

যারা স্বাধীনতার ঘোষণাতে স্বাক্ষর করেছিলেন তারা এটিকে "স্ব-প্রমিত সত্য" যা প্রত্যেক মানুষকে "সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক দেওয়া অবিচ্ছেদ্য অধিকার" দেয় বলে অভিহিত করেছিলেন। সামাজিক চুক্তিতে জীন-জ্যাকস রুসো দাবি করেছিলেন যে, সাংবিধানিক আইন ও অধিকার প্রনয়নে অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কোনো দরকার নেই। সামাজিক চুক্তির এই ধারণা - যে অধিকার এবং দায়িত্বগুলি সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি সম্মতিপূর্ণ চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয় - এটি সর্বাধিক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিকল্প।

সামাজিক চুক্তির ধারণা এই যে - যে অধিকার এবং দায়িত্বগুলি সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি সম্মতিপূর্ণ চুক্তির ফলে তৈরি হয় - এটি সর্বাধিক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের একটি সমালোচনা হল যে, কেউ সত্যের থেকে আদর্শগুলি নিয়ে নিতে পারে না। এই আপত্তিকর মতটি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন- কর্তব্য, সমস্যাগত প্রকৃতি, বা প্রকৃতির কাছে আবেদন। উদাহরণস্বরূপ, মুর বলেছিলেন যে নৈতিক প্রাকৃতিকতা প্রাকৃতিকতাবাদী পতনের কারণ হয়। কিছু প্রাকৃতিক অধিকার তাত্ত্বিক অবশ্য "প্রাকৃতিক অধিকার" এবং "প্রাকৃতিক" শব্দটিকে "কৃত্রিম" বলে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জন

ফিনিস দাবি করেন যে প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকারগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নীতিগুলি থেকে তৈরী, এগুলো নীতি থেকে বা ঘটনা থেকে তৈরী নয়।

সকল অধিকার প্রাকৃতিক বা বৈধ কিনা তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি জেমস ম্যাডিসন, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার সময় বিশ্বাস করতেন যে, জুরির মাধ্যমে বিচারের মতো বিভিন্ন সামাজিক অধিকার মানুষের রয়েছে। এবং এই অধিকারগুলো প্রাকৃতিক আইন থেকে তৈরী। কিন্তু ইতিবাচক আইন থেকে তৈরী নয় (যা যথাক্রমে প্রাকৃতিক এবং আইনগত অধিকার এর ভিত্তি)। কিন্তু আবার অধিকারগুলো সামাজিক চুক্তি থেকে তৈরী যা একটি সরকার তার ক্ষমতায় অর্জন করে।

থমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯) তার নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন থেকে প্রাকৃতিক অধিকার নিয়ে ব্যখ্যা করেছিলেন। হব্‌সের প্রাকৃতিক আইনের ধারণা বর্ধিত হয় তার "state of nature" এর মানুষের দ্বারা। তিনি বলেন যে, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক (মানবীয়) অধিকার হল "তার নিজের প্রকৃতিকে বাচিয়ে রাখার জন্য তার শক্তি তার নিজ থেকে ব্যবহার করা; বলা যায় তার নিজের জীবন; অতএব তার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক কাজ করা, কারণ, সে তার যথাযথ উপায় হতে অনুমিত হবে।" (*Leviathan*. 1, XIV)

হব্‌স সূক্ষ্ণভাবে প্রাকৃতিক আইন থেকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা আলাদা করেন এবং এভাবে বর্ণনা করেন "একটি নিয়ম বা সাধারণ নিয়ম, যা কারণের দ্বারা পাওয়া যায়, যার দ্বারা একটি মানুষকে নিষিদ্ধ করা হয়তে পারে, যা তার জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক, বা তার জীবন রক্ষা করার উপায়ে গ্রহণ করা হয়; এবং যার দ্বারা তিনি মনে করেন এটি সংরক্ষিত হতে পারে।" (*Leviathan*. 1, XIV) প্রাকৃতিক ভাবে তার মতে, মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়ে গড়া এবং সকল আইন না দিয়ে গড়া। "এটি অনুসরণ করে যে, এ অবস্থায় এমন প্রত্যেকেরই প্রত্যেকটি অধিকার রয়েছে। এমনকি একে অপরের শরীরেরও। এবং তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের পক্ষে এই প্রাকৃতিক অধিকারটি মান্য করা যায়, ততদিন পর্যন্ত কোন মানুষ নিরাপত্তাহীন হতে পারে না ... সময়টি জীবিত করা, যা প্রাকৃতিক ভাবে মানুষকে বাঁচাতে দেয়।" (*Leviathan*. 1, XIV)

এটি একটি অনিশ্চিতকর পরিস্থিতি "সবার বিরুদ্ধে সবার যুদ্ধ" হিসেবে পরিচিত হবে। সকল মানুষ সকলকে মেরে গেলবে তাকে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে ও তাদের প্রাকৃতিক লালসা কোনো কিছু "পাওয়া", "নিরাপত্তা" ও "সম্মান" অর্জন করতে। হব্‌স যুক্তি দেয়ন যে সীমাহীন অধিকারের দ্বারা তৈরি বিশৃঙ্খলার এই পৃথিবীটি অত্যন্ত অযৌক্তিক, কারণ এখানে মানুষের জীবন হতে পারে "একা, দরিদ্র, কদর্য, নির্বোধ, এবং সংক্ষিপ্ত"। এভাবে, যদি মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে চায় তবে তাদের অধিকাংশ প্রাকৃতিক অধিকার ছেড়ে দিতে হবে এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করতে হবে। এটা প্রথমের দিকের সরকারের তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত, যা সামাজিক চুক্তি হিসেবেও বলা হয়।

হব্‌স "প্রাকৃতিক আইন" থেকে অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি যুক্তি দিয়েছিল যে আইন ("lex") এবং ডান ("jus") প্রায়শই বিভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং বাধ্যবাধকতাগুলির জন্য আইন বোঝা দায়বদ্ধতার অভাব উল্লেখ করে। যেহেতু আমাদের (মানব) প্রকৃতির দ্বারা, আমরা আমাদের সুস্থতা, আইন, প্রাকৃতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারগুলি সর্বাধিক করতে চাই, এবং প্রকৃতির আইনগুলি প্রথম সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে না থাকায় মানুষ এগুলো অনুসরণ করবে না, যা ছাড়া সঠিক এবং ভুল সব ধারণা অর্থহীন- "অতএব ন্যায় ও

অন্যায়কারীদের নামের আগে কিছু বাধ্যতামূলক শক্তি থাকতে হবে, পুরুষকে তাদের চুক্তির কার্য সম্পাদনের জন্য সমানভাবে বাধ্য করতে হবে ... যাতে স্বার্থপরতা অর্জন করা যায়, যা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে পুরুষরা অর্জন করে, সর্বজনীন অধিকার তারা পরিত্যাগ করে: এবং সাধারণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আগে এমন শক্তি থাকে না।" (*Leviathan. 1, XV*)

এটি মধ্যযুগীয় প্রাকৃতিক আইনের তত্ত্বগুলির থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যা অধিকারের উপর দায়বদ্ধতার অগ্রাধিকার দেয়।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪) আরেকজন বিখ্যাত পশ্চিমা দার্শনিক ছিলেন যিনি অধিকারকে প্রাকৃতিক ও অবিচ্ছেদ্য মনে করতেন। হবসের মতো লকও জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন। এটি একবার ঐতিহ্যগত জ্ঞান ছিল যে, লক ব্যাপকভাবে তার প্রাকৃতিক অধিকারের লেখার মাধ্যমে আমেরিকান বিপ্লবী যুদ্ধকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু এই দাবি সাম্প্রতিক কয়েক দশকে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসবিদ রে ফরেস্ট হার্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, জেফারসন এবং লক তাদের রাজনৈতিক দর্শনে "দুইটি বিপরীত মেরুতে" ছিলেন, যেমন: জেফারসনের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে "সম্পত্তির" পরিবর্তে "সুখের অভিব্যক্তি"। সম্প্রতি বিশিষ্ট আইনি ইতিহাসবিদ জন ফিলিপ রিড সমসাময়িক জ্ঞানীদের 'জন লক এর ভুল ধারণা' তে জোর দিয়ে বলেছেন, আমেরিকান বিপ্লবী নেতারা লককে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক নীতিগুলিতে ভাষ্যকার হিসাবে দেখেছিলেন।

লকের মতে তিন ধরনের প্রাকৃতিক আইন বিদ্যমানঃ

- জীবনঃ সবাই বাচতে চায়।
- স্বাধীনতাঃ সবাই জীবনে স্বাধীন থাকতে চায় যদি তা প্রথম অধিকারকে হরণ না করে।
- সম্পদঃ যা সবাই জীবন ধারণের জন্য অর্জন বা কামাই করতে চায় যদি তা উল্লিখিত অধিকারগুলোকে হরণ না করে।

তার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দর্শনে লক বিশ্বাস করতেন সরকারকে মৌলিক ও প্রাকৃতিক অধিকার নশ্চিত করতে হবে। যা হচ্ছে জীবন, স্বাধীনতা, এবং সম্পত্তি অধিকার। আনুষ্ঠানিকভাবে লক দাবি করেন যে, আদর্শ সরকার তার নাগরিকদের প্রত্যেকের জন্য এই তিনটি অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিবে। এবং এই অধিকারগুলো প্রদানের মাধ্যমে, অর্থাৎ সরকারের জনগণকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে নির্যাতন ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে হবে। তবে, লক শুধু আধুনিক গণতন্ত্রকেই প্রভাবিত করেননি, কিন্তু সকলের জন্য স্বাধীনতার এই ধারণাটি পোষণ করেছেন। তাই, মানুষ কেবলমাত্র আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে প্রভাবিত করে না, বরং তার চিন্তাধারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সামাজিক সক্রিয়তাকেও যুক্ত করে। লক স্বীকার করেছেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এই পার্থক্যগুলি কিছু লোককে কম স্বাধীনতা দেয় না।

প্রাকৃতিক অধিকারগুলোর ধারণার বিকাশে, স্থানীয় আমেরিকানদের মধ্যে সমাজের প্রতিবেদন লককে প্রভাবিত করেছিল, যাকে তিনি "স্বাধীনতার রাষ্ট্র" এবং নিখুঁত স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু "অনুমতির শর্ত নয়" হিসাবে বসবাসকারী মানুষ হিসেবেও বিবেচনা

করেছিলেন। এটি তার সামাজিক চুক্তির ধারণা প্রাপ্ত। লক যুক্তি দিইয়েছেন যে, "একজন ব্যক্তির অন্য একজন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যথেষ্ট প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নেই ... অবশ্যই, আমাদের মধ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক পার্থক্য রয়েছে" (Haworth 103)। হাওর্থ লকের কাছ থেকে বুঝেছিলেন যে, জন লক সমাজে সাম্যতা জারী করতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের দর্শনের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলি তুলে ধরেন যদিও আমরা সবাই অনন্য এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তার দর্শনে এটি উদ্দীপ্ত করা হয়েছে যে, আদর্শ সরকারকে প্রত্যেক নাগরিককে রক্ষা করা উচিত এবং প্রত্যেককে অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা উচিত কারণ আমরা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তখন তার ধারণাগুলি ব্রিটিশ সরকার থেকে আমেরিকান সরকার গঠনের স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রকাশ পায়। যাইহোক, আজকের স্বাধীনতার জন্য তার ধারণাটি সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সাথে শুরু করে এবং নারীর অধিকারের মাধ্যমে চলমান, সুষ্ঠু সরকারের জন্য তার এই আহ্বান এই আন্দোলনের প্রভাব হিসাবে বলা হতে পারে। তার ধারণাগুলি সাধারণত আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবেই দেখা হয়, তবে আমেরিকার ইতিহাস জুড়ে সামাজিক সক্রিয়তার সাথে লককে সম্মান দেওয়া অযৌক্তিক নয়। সবার জন্য স্বাধীনতার এই ধারণা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, লক আজকের দিনে যে সাম্যতা অর্জন করেছেন তিনি নিজেই তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন (আমেরিকান গণতন্ত্রে তার দর্শনের আপত্তিজনক অপব্যবহার সত্ত্বেও)। আমেরিকায় নাগরিক অধিকারের আন্দোলন এবং মতাবলম্বী আন্দোলনে আমেরিকাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় যখন উভয়ই সমঝোতার ভিত্তিতে সরকারকে তাদের আপত্তির জানায়। তাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল, যখন গণতন্ত্রের মূলহোতারা বলেছিলেন, সকল লোকজন সেই প্রাকৃতিক অধিকার পাবে যা জন লক এত গভীরভাবে লালনপালন করেছিলেন। প্রাকৃতিক দর্শনের ওপর তার লিখায় লক পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তিনি এমন একটি সরকার চান যেখানে সকলকে স্বাধীনভাবে সমান আচরণ করতে দেওয়া হবে। "লকারের দৃষ্টিভঙ্গিটি সময়ের জন্য খুব প্রগতিশীল ছিল" (কেনোলি)। জ্যাকব কেনোলি নিশ্চিত করেছেন যে তার কাছে এই সব প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সাথে, লক অনেক এগিয়ে ছিল। এটাই তার চিন্তাধারার গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা, যেখানে আমরা সরকারের প্রতিটি মতে একটি কথা বলার চেষ্টা করি এবং প্রত্যেকেরই একটি ভাল জীবনযাত্রার সুযোগ থাকে। জাতি, লিঙ্গ, বা সামাজিক অবস্থান ভিত্তিতে সরকারের জনগনকে অধিকার প্রদান করা উচিত নয়, বরং সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সকলকে অধিকার দেওয়া উচিত।

থমাস পাইল (১৭৩৭-১৮০৯) তার প্রভাবশালী কাজ *Rights of Man* (১৭৯১) এ প্রাকৃতিক অধিকারের উপর আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। যে কোনো মানদণ্ড দ্বারা অধিকার জোরদার করা যাবে না কারণ এটি আইনতভাবে ধারণা সৃষ্টি করবে যে, তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের সুবিধা হ্রাস করা হবে:

এটি একটি ব্যবস্থা যেখানে অধিকার দেয় বলে শর্ত বিকৃত হয়। এটি একটি বিপরীত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত - অধিকার ছিনিয়ে নেয়। অধিকার সব বাসিন্দাদের মধ্যে থাকে; কিন্তু মানদণ্ডে যার অধিকার বাতিল করে তারা সংখ্যাগুরু আর তারা গুটিকয়েকের হাতে অধিকার দেয় মাত্র ... তারা ... ফলস্বরূপ অবিচারের সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এটাই হওয়া উচিত যে, প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিগত ও সার্বভৌম অধিকারে প্রত্যেকের সরকার গঠনের জন্য একে অপরের সাহায্য নিতে পারে। এবং এটিই একমাত্র মাধ্যম যার মধ্যে সরকার

গঠনের অধিকার রয়েছে। এবং এটিই একমাত্র নীতি যার উপর তাদের জন্য অধিকার আছে।)

প্রথমে আমেরিকান অরাজকতাবাদীরা প্রাকৃতিক অধিকারের অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখেছিল, পরবর্তীকালে বর্তমান যুগে বেনজামিন টাকারের নেতৃত্বে, কিছু প্রাকৃতিক আইন পরিত্যক্ত অবস্থানে ছিল এবং ম্যাক স্টিনারের অহংবাদী অরাজকতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। নৈতিক অধিকারগুলির ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বেনজামিন টাকার বলেন, "ক্ষমতার অধিকার" এবং "চুক্তির অধিকার" মাত্র এই দুটি অধিকার ছিল। তিনি বলেন, কেউ অহংবাদী ব্যক্তিতে রূপান্তরের পরে "অতীতে ... মানুষের অধিকার নিয়ে আমার গর্বভরে কথা বলার অভ্যাস ছিল। এটি একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, এবং আমি অনেক আগে এটি বন্ধ করে দিয়েছি মানুষের একমাত্র অধিকার হল তার উপর তার নিজের ক্ষমতা"।

উইল্ডি ম্যাকএলরয় এর অনুসারে স্টিরনারাইটের এর অহমের গ্রহনে (১৮৮৬), বেনজামিন টাকার প্রাকৃতিক অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতাবাদের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যানটি প্রচণ্ড বিতর্ক নিয়ে আন্দোলনকে জোরদার করেছে, প্রাকৃতিক অধিকারের সমর্থকরা স্বাধীনতাবাদকে ধ্বংস করার জন্য অহংকারীদেরকে অভিযুক্ত করেছে। তবুও তিক্ততা ছিল তীব্র দ্বন্দ্বের যে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক অধিকার সমর্থক *লিবার্টি* আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল, যদিও তারা অবদানকারীর মধ্যে ছিল। পরে, *লিবার্টি* অহংবোধকে চাঙ্গা করেছিল যদিও তার সাধারণ বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারেনি।)

বেশ কয়েকটি সাময়িকী ছিল "লিবার্টি এর অহং এর উপস্থাপনায়, যার মধ্যে ছিল *"I"* যার প্রকাশক ছিলেন সি.এল. সোয়ার্টজ, আর সম্পাদক ছিলেন ডাব্লিউ. ই. গর্ডক এবং জে. ডব্লিউ. লয়েড (লিবার্টি এর সহযোগী); অহং অহংবোধ এই উভয়ের সম্পাদক ছিলেন এডওয়ার্ড এইচ. ফুলটন। বেনজামিন টাকারকে অনুসরণকারী অহং এর প্রকাশনার মধ্যে ছিলেন জার্মান *Der Eigene*, সম্পাদক অ্যাডলফ ব্র্যান্ড এবং *The Eagle* ও *The Serpent* যা লন্ডন থেকে প্রকাশ করা হতো। পরবর্তীকালে, সবচেয়ে বিখ্যাত ইংরেজি ভাষার অহং প্রকাশনা জার্নাল ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত উপশিরোনামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল *'A Journal of Egoistic Philosophy and Sociology'* যারা আমেরিকান অরাজকতাবাদীদের অহং এর অনুসারী ছিলেন তাদের মধ্যে বেঞ্জামিন টাকার, জন বেভারলি রবিনসন, স্টিভেন টি. বেইজিংটন, হাচিনস হ্যাপুড, জেমস এল. ওয়াকার, ভিক্টর ইয়ারোস এবং ই. এইচ. ফুলটন উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

স্বাধীনতার ঘোষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বাক্যাংশটি এখন অনেকগুলি কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতিবাদে এই দাবি প্রমাণ করা হয়েছে যে অধিকারগুলি অবিচ্ছেদ্য: "মানব পরিবারের সকল সদস্যের অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং সমান অধিকার ও অসামান্য অধিকার স্বীকৃতি হল বিশ্বের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি"। ক্যালিফোর্নিয়ার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ বলে যে, "অধিকার ও জীবন রক্ষা করা, সম্পত্তি অর্জন করা, ধারণ করা এবং সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা, সুখ এবং গোপনীয়তা অর্জন ও গ্রহণ করা" এগুলি কয়েকটি অধিকার প্রকাশ করে মাত্র।

যাইহোক, এখনও অনেকগুলি বিরোধ রয়েছে যে অধিকার সত্যিই প্রাকৃতিক অধিকার বা প্রাকৃতিক অধিকার নয়, এবং প্রাকৃতিক বা অবিচ্ছেদ্য অধিকারের ধারণা এখনও কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কিত।

ইরিচ ফ্রম যুক্তি দেন যে, মানুষের উপর কিছু ক্ষমতা শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত, এবং যদি ঈশ্বর না থাকে, তাহলে কোনও মানুষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে না।

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখতে সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শনগুলিতে স্বাধীনতাবাদ, অরাজক-পুঁজিবাদ ও উদ্দেশ্যবাদ অন্তর্ভুক্ত। এবং এগুলো রবার্ট নর্জিক, লুডভিগ ভন মাইসেস, আইয়ান র্যান্ড, এবং মারে রোথবার্ডের মতো লেখকদের রচনার অন্তর্ভুক্ত। মরিস এবং লিন্ডা তানহেহিলের *The Market for Liberty*-তে মিথ্যা অধিকারগুলির একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে, যা দাবি করে যে একজন ব্যক্তির নিজের জীবনের মালিকানা এবং তার সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার রয়েছে, কারণ তিনি সম্পত্তিতে সময় (অর্থাৎ তার জীবনের অংশ) বিনিয়োগ করেছেন। ফলে এটি তার জীবনের একটি অংশ বলা যায়। যাইহোক, যদি তিনি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে জোরপূর্বক এবং অন্যায়ের শুরু করেন তবে তিনি নিজের জীবনের সেই অংশের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, যা তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আবশ্যিক: "অধিকারগুলি বিচ্ছেদ্য নয়, তবে কেবল অধিকার বিচ্ছিন্ন হতে পারে যে অধিকার থেকে অন্য কেউ তার কাছ থেকে একটি অংশ নিতে পারেন।"

অযোগ্যতার বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির মধ্যে রয়েছে **অ-অবসানহীনতা, অ-স্থিতিশীলতা, এবং অ-হস্তান্তরযোগ্যতা**। স্বেচ্ছাসেবী ক্রীতদাসের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় হিসেবে এই ধারাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যেটি মারে রোথবার্ড অবৈধ এবং এমনকি স্ববিরোধী হিসাবে বাতিল করেছেন। স্টিফেন কিনসেলা যুক্তি দেন যে "বিচ্ছিন্ন হওয়া অধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ - প্রকৃতপক্ষে, উদারবাদী অ-আগ্রাসন নীতির দ্বারা সূচিত। এই নীতির অধীনে, শুধুমাত্র বল প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ, প্রতিরক্ষা, বিশ্রামদাতা, বা প্রতিক্রিয়া নিষিদ্ধ নয়।"

বিভিন্ন দার্শনিকরা তাদের বিবেচনায় প্রাকৃতিক অধিকার বিভিন্ন তালিকা তৈরি করেছেন। বিশেষ করে হেসেলবার্গের এবং রোথবার্ডের প্রাকৃতিক অধিকারের সমর্থকরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে, অনুমিত অধিকারগুলি থেকে স্বতন্ত্র স্বৈরাচারী অধিকারগুলি আলাদা করার জন্য বিভিন্ন কারণ প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেগুলো যে কোন নীতি যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার।

হিউ গিবনস মানব জীববিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একটি বর্ণনামূলক যুক্তি প্রস্তাব করেছে। সময়ের সাথে সাথে তারা প্রত্যাশাগুলি গড়ে তুলত, যে ব্যক্তি সমাজের নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করবে (যত্নের দায়িত্ব ইত্যাদি) এবং তা থেকে কৃতকর্ম গুলো বোঝা যাবে।